গুজরাট এবং বাংলাদেশঃ সংখ্যালঘু নিধন, ধর্ম না বস্তুবাদি লোভ?
-বিপ্লব

গুজরাটে বামপন্থি চাপে সরকার সেনা পাঠাতে বাধ্য হলো। এবার হয়ত পাইকারি হারে নিধন হয় নি, কিন্তু জমিজমা বেচে আমেদাবাদ ছেরে পালিয়েছে অনেক মুসলিম।

আসল ঘটনাটা জেনে আমার চক্ষুদয় হলো। পৃথিবী অন্যান্য শহরের মতন আমেদাবাদেও রিয়াল এস্টেট বাড়ছে চক্রবৃদ্ধি হারে। এখানকার মুসলিম পট্টিগুলো, যা শতবছরের পুরানো তা হচ্ছে সফট টার্গেট। এমনিতেই দাঙ্গার ভয়ে মুসলিম এলাকায় ঢোকেনা হিন্দু খরিদ্দাররা। ফলে মুসলিম ব্যবসায়ীরা ভাতে মরছে এবং দলে দলে আমেদাবাদ ছারছে। যাওয়ার সময় নিজেদের পৈতৃক বাড়িঘর বেচে দিতে বাধ্য হচ্ছে রিয়ালটরদের হাতে। আরো জানা গেল, দাঙ্গা বাধায় এইসব রিয়ালএস্টেট ব্যবসায়ীদের ভাড়া করা কিছু গুন্ডা- যাতে মুসলিমপট্টি খালি করে মালটি স্টোরিড বিলডিং তোলা যায়।

বাংলাদেশের হিন্দুদের কাছে এই গল্পটা বড় চেনা- বাস্তব। ভারাটে মুসলিম গুন্ডাদের তাড়া খেয়ে তারা অনেকদিন থেকেই ভারতমুখি। সেই জলের দরে বাড়ি-জমিজমা বেচার গল্প।

সমস্যা হচ্ছে এর জন্য হিন্দু বা ইসলাম কতটা দায়ি? কোন গুন্ডা কি কোরান বা গীতার অনুপ্রেরণা পেয়ে এমন কাজ করছে, নাকি পুরোটাই টঙ্কার হাতছানি?

আপাত দৃস্টিতে দেখলে ধর্মের কোন দোষ নেই-কারণ গুন্ডারা টাকার জন্য ই এমন করে। কোরান বা গীতায় কি লেখা আছে কেউই পড়ে না। তারাও পড়ে নি। টাকার হাতছানিটাই মুখ্য।

কিন্তু বাকি লোকেরা তখন কি করে? কজন হিন্দু গুজরাটের মুসলিমদের বাঁচিয়েছে বা কজন মুসলিম বাংলাদেশে হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে লড়ছে? একটা সেকশন অবশ্যই সহানূভূতিশীল। খুব ক্ষুদ্রাংশ ই সংখ্যালঘুদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে বা দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে। বাকিরা তামাশা দেখে।

কেন নিজদের গোষ্টির অপরাধকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখি আমরা? গুজরাটে মুসলিম নিধনের কথা তুললে, হিন্দুবন্ধুরা বলে বাংলাদেশে যে হিন্দুদের মারছে তার বেলা? আর বাংলাদেশী মুসলিমদের (সবাই না) হিন্দুনির্যাতনের কথা তুললে প্রথমেই নিয়ে আসবে গুজরাটের কথা। অর্থাৎ কেওই গোষ্টির সীমানা উত্তীর্ন করে মানুষ হতে পারছে না। কেন? ঘৃনা কি এতই গভীর?

ঘৃণার উৎপত্তি কোথায়? খুবই গভীরে আসলে। বিবর্তনের দৃস্টিতে গোস্টিগত

ভাবে বেঁচে থাকাটাই জীবন সংগ্রামে বাঁচার প্রকৃস্ট পদ্ধতি। তাই মানুষ গোষ্টিবদ্ধ হয়-যার পোষাকি নাম সেলফ-অরগানাইজেশন। এই যে মানুষ গোষ্টিবদ্ধ হচ্ছে তার ভিত্তিটা হতে পারে ধর্ম, রাষ্ট্র বা ফ্রিমার্কেট ইকোনোমি। এর মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গোষ্টি তৈরী করা বা বিভেদ সৃস্টি করা সবচেয়ে খারাপ সেলফ অরগাইনেজশন। সেলফ ওরগাইনেজশনের ভিত্তিভুমি সাপোর্ট সিস্টেম-জন্ম, মৃত্যু, খাদ্য সংগ্রহ, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমারা সমাজ থেকে বস্তুগত (বিনিময় মূল্য ইত্যাদি) বা ভাবগত সাহায্য পেয়ে থাকি। এই সাপোর্টসিস্টেম থেকেই একটা সেমি ক্লোজড বা অর্ধ-মুক্ত সমাজ তৈরী হয়।

কেন অর্ধমুক্ত? একদিকে নিজেদের সমাজে কিছু সামাজিক আইন আমরা মেনে চলি। এটাকে সোস্যাল কনট্রাক্ট বলা চলে। কিন্তু কোন সমাজই স্বয়ংসম্পুর্ন হতে পারে না। তাই প্রত্যেক সমাজই অন্য সমাজের সাথে মেলামেশা করে। বাংলাদেশ বা ভারত কখনোই পৃথিবীর অন্যদেশ গুলির সাথে বাণিজ্য না করে বাঁচতে পারবে না। হিন্দু বা মুসলিম গোষ্টির ক্ষেত্রেও একই কথা সত্যি। আপনি যে ধর্মেই জন্মান, কর্মসূত্রে এবং নানান কাজে আপনাকে অন্যধর্মের লোকেদের সাথে মিশতেই হবে। সুতরাং আমরা চাই বা না চাই, অন্য সাপোর্ট সিস্টেমে অভ্যস্ত লোকেদের সাথে আমাদের কাজ করতেই হবে।

ধর্ম ভিত্তিক গোষ্টিবাজির সমস্যাটা এখানেই। প্রত্যেক ধর্ম গ্রন্থই এই সাপোর্ট সিস্টেম বা এটার ওপর ভিত্তি করে আইডিয়াল সোস্যাল কনট্রাক্ট (আদর্শ সামাজিক চুক্তি) বা ব্যবহারের কথা বলে। সমস্যা হচ্ছে প্রত্যেক ধর্মই দাবি করে তাদের সোসাল সাপোর্ট সিস্টেম ঈশ্বর বলে দেয়েছে এবং এটি অনুসরন করতে হবে। অন্যথায় পাপ, নরক ভোগ, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ভীতিপ্রদর্শন কোরান বা গীতাতে পাওয়া যাবে। যদিও বাস্তব হচ্ছে সমাজ বিবতর্নশীল এবং পৃথিবীর নানান স্থলে জলবায়ু এবং ভৌগলিক তারতম্যের কারণে শাস্বত বা উনিভার্সাল কনট্রাক্ট বলে কিছু হয় না। হিমালয়ের গ্রামগুলিতে দ্রৌপদী প্রথা চালু আছে। এক নারী সেখানে একাধিক স্বামী রাখে। সেটাতো কোরান বা গীতা বিরোধি। সেখানে যদি ইসলাম বা হিন্দু ধর্ম চালাতে যাওয়া হয়, তাহলে তাদের সমাজটাই বিলুপ্ত হবে। কেননা পার্বত্য অঞ্চলে খাদ্যাভাব এবং জলাভাব খুব তীব্র-তাই জন্মনিরোধক পূর্ব সময়ে নারীর বহুগামিতা ছিল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের একমাত্র পথ। আবার সপ্তম শতাব্দির আরবে, পুরুষের নিয়ন্ত্রিত বহুগামিতা না থাকলে, জনসংখ্যা হ্রাস পেতে পারতো। সেই সময় যুদ্ধ বিগ্রহে অনেক পুরুষ মারা যেতো। যুদ্ধ-বিধবাদের দায়ভার নেওয়াটা সোস্যাল সাপোর্ট সিস্টেমের অন্তর্গত। এবং সেটাই সেকালে কোরান দিয়েছে। এখন কোরান অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয় বলে যারা একালে মুসলমানদের বহুবিবাহ সমর্থন করছে, তাদের আহাম্মক এবং ধর্মান্ধ ছারা কি ই বা বলা যায়?

অধিকাংশ হিন্দু মনে করে (সে ভিখিরিই হোক বা ধনকুবের হোক) তাদের সাপোর্ট সিস্টেম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ-বাকিদেরটা নিম্নমানের। মুসলিমরাও তাই-তাদেরও ধারণা, তাদের ধর্ম ই শ্রেষ্ট। তা সে রিক্সাই টানুক বা আরবের তেলকুবের হোক। এমন

শিক্ষাটা মাথায় একদম এনগ্রেভড, মানে খোদায় করে দেওয়া হচ্ছে জন্ম থেকে-বাবা, মা, সমাজ, স্কুল কলেজে সে সেটাই শিখছে। এদের মধ্যে যারা একটু শিক্ষাদীক্ষা পাচ্ছে, তারা আবার আরেক কাঠি উঁচু দড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ধর্মের ভেজাল ঢাকার জন্য ইনারা নানান তত্ত্ব, যুক্তি, পরিসংখ্যান সহযোগে ধর্মের পক্ষে একের পর এক তত্ত্ব দাঁড় করাচ্ছেন। তা আপনি যতই দেখান না কেন ধার্মিক দেশগুলো আসলেই ভিখিরি এবং ধর্মর সাথে অর্থনীতির সম্পর্কটা আদায় কাঁচকলায়। এই ভিত্তিহীন গোষ্টিগত শ্রেষ্টত্বের গর্বের জন্য আমেরিকা মনে করে গোটা বিশ্বকে সে পিটিয়ে সভ্য করবে-মুসলমানরা ভাবে একবার কোরান মাফিক সমাজ দাঁড় করাতে পারলেই পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে। হিন্দুরা ভাবে একমাত্র আদি বৈদিক সমাজই মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ বিধান।

এই শ্রেষ্ঠত্বের ভ্রান্ত ধারণাটাই যত গন্ডগোলের মূল। কোরানে বা গীতায় কি লেখা আছে ৯৯% হিন্দু বা মুসলমান জানে না। শুধু জানে যে তাদের ধর্ম - সাপোর্ট সিস্টেম শ্রেষ্ঠ! কেও ছোটবেলায় শেখে যে, আধুনিক রাষ্ট্রের সাপোর্ট সিস্টেম তৈরী হয় সমাজবিজ্ঞানের ওপর গবেষনার ভিত্তিতে? অর্থাৎ ডিভোর্স আইন কি হবে, সেটা ঠিক করে ডিভোর্সের ওপর নানান গবেষনা। ধর্মগ্রন্থ নয়? এই সোস্যাল কনট্রাক্টে ধর্মগ্রন্থের কোন স্থান থাকতে পারে না-এটাই সেকুলার বা ধর্মনিরেপেক্ষ রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র।

কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপালনে বাধা কোথায়? জীবনে একটু শান্তির সন্ধানে, মানসিক ভরসাস্থল হিসাবে ঈশ্বরকে ডাকা যাবে না? তার অস্তিত্ব আছে কি নেই সেটা নেহাতই গৌন। যুক্তির খাতিরে আমি মেনে নিলাম ঈশ্বর নেই। কিন্তু তিনি আছেন কল্পনা করে, তাকে উপাসনা করে, প্রেম নিবেদন করে, আমি যদি মানসিক শান্তি পায়, তাহলে তুমি বাপু কেন কষ্ট পাও? (বৈষ্ণব শাস্ত্রের দ্বৈত অদ্বৈতবাদ)।

এটা খুব কঠিন প্রশ্ন। যদি একজন সুফির মতন সাধনা করি-যেখানে সাধনার অর্থ হচ্ছে মানুষ এবং মহাবিশ্বের সৌন্দর্য্য এবং ঐক্যসন্ধান- জীবনের গুঢ় অর্থ খোঁজা, আমি কোন সমস্যা দেখি না। সুফিরা সাধনা করে মানুষ হওয়ার জন্য-নিখুঁত সুফি বা ১০০% সুফি হওয়ার কথা সুফিতত্ত্বে লেখা নেই। কিন্তু হিন্দু মুসলমানদের পার্থনাটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ে দাঁড়ায় **ভালো** হিন্দু বা মুসলমান হওয়ার জন্য। মৌলবাদিরা হতে চাই ১০০% পার্ফেক্ট হিন্দু বা মুসলিম।

এই **ভালো** হিন্দু বা মুসলমান হতে চাওয়াটা খুবই **খারাপ** জিনিষ। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ভালো হিন্দুমুসলমানের দল, নিজেদের গোষ্টির দোষ দেখতে পান না। ফলে গুজরাট থেকে বিতাড়িত হয় মুসলমানরা, বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা। **ভালো** হিন্দুমুসলমানরা নিজেদের জীবনে অবশ্যই সভ্য, ভদ্রলোক। শুধু নিজেদের গোষ্টির অসভ্য, অভদ্রলোকদের প্রতি একটু বেশী স্নেহশীল! ক্ষমাশীল! নইলে বিজেপি, বি এন পির মতন দলগুলি, যারা সংখ্যালঘু নিধনের জন্য গুন্ডা পোষে, তারা ক্ষমতায় আসে কি করে?